দৈনিক সংবাদ
01 APR 1988
037
6

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৭ বছর

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বঙ্গ ভংগ' রদ (১৯১১ খ্রীঃ) পরবর্তীপর্যায়ে মুসলমান ঘনবসতিপূর্ণ পূর্ব বংগের মানুষের মধ্যে যে কয়েকটি দাবী জনপ্রিয়তা অর্জন করে, ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী ছিল তার মধ্যে অন্যতম। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় এলে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও শেরেবাংলা এ, কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে এই দাবী পেশ করেন। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই (ফেব্রুয়ারী ২) ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করে ব্রিটিশ প্রশাসক।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ১৩ সদস্য বিশিষ্ট 'নাথান কমিশন' গঠন করা হয় প্রশাসনিক নির্দেশে। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা, মত বিনিময় ও তর্কবিতর্কের পর কমিশন ঢাকায় একটি 'রাষ্ট্রীয় আবাসিক' বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সুপারিশ করে। এই সুপারিশমালা প্রকাশিত হলে তৎকালীন বংগে এর পক্ষে ও বিপক্ষে বুদ্ধিজীবী মহলে মতভেদ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে (১৯১৭) 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—কমিশন'— পর্যন্ত গঠন করা হয় আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য।

দীর্ঘ বিতর্কের পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় আইন সভায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট' গৃহীত হয়। এই অ্যাক্টের ফলে ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আইনগত ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ বছরের ১লা ডিসেম্বর পি, জে, হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যরূপে নিযুক্তি লাভ করেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত হয়। সে সময়ের রমনা এলাকার ৬০০ একর জমি এবং তাতে অবস্থিত তৎকালীন পরিত্যক্ত সচিবালয় (বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ), ঢাকা কলেজের ভবনসমূহ (কার্জন হল ও পার্শ্ববর্তী ভবন), গভর্ণমেণ্ট হাউস (পুরানো হাইকোর্ট ভবন) ও প্রায় ১০০ মনোরম বাংলো নিয়ে গড়ে উঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা।

প্রতিষ্ঠার বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ সংখ্যা ছিল তিনটি কলা, বিজ্ঞান ও আইন। ৮টি বিভাগ নিয়ে গঠিত কলা অনুষদ ছিল তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তম অনুষদ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সংস্কৃত ও বাংলা, ইংরেজী, শিক্ষা, ইতিহাস, আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ, ফার্সী ও উর্দু, ও দর্শন এবং অর্থনীতি ও রাজনীতি। বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে ছিল ৩টি বিভাগ--পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন ও গণিত। আর আইন অনুষদের অধীনে ছিল আইন বিভাগ। এ সকল বিভাগের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৭৭ জন--যার মধ্যে ৩০ জন একাধিক বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০ জন। কিন্তু তার মধ্যেই সমাবেশ ঘটেছিল একাধিক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের। এঁদের মধ্যে ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এফ, সি টার্নার, ফিদা আলী খান, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জি, এইচ ল্যাংলী, হরিদাস ভট্টাচার্য, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, এ, এফ রহমান, ডব্লিউ, এ জেঙ্কিন্স, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ। এসকল শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন যে সকল কোর্স পরিচালিত হত তার মধ্যে ছিল বি. এ ও বি এস-সি পাস ও অনার্স কোর্স; এম, এ, ও এম, এম-সি, এল, টি ও বি, টি; বিএল, পি, এইচ-ডি এবং ডি, এস-সি।

কিন্তু প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে যে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই উপমহাদেশের, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠে তা হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক চরিত্র। কার্জন হল এলাকায় অবস্থিত ঢাকা কলেজের পুরানো ছাত্রাবাসকে রূপান্তরিত করা হয় ঢাকা হলে, পুরানো সচিবালয়ের উপরতলায় স্থাপিত হয় মুসলিম হল এবং নির্মীয়মাণ জগন্নাথ হলের পাশে ৬ নম্বর বাংলোয় স্থান লাভ করে জগন্নাথ হলের ছাত্ররা। এফ, সি, টার্নার, নরেশ সেনগুপ্ত ও এ, এফ, রহমান যথাক্রমে ঢাকা, জগন্নাথ ও মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিন বছরের অনার্স কোর্স এবং টিউটোরিয়েল প্রথা এই উপমহাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অবদান।

১৯২১-৪৭ পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো দু'টি অনুষদ খোলা হয়। একটি কৃষি অনুষদ, অন্যটি চিকিৎসা অনুষদ। আগের বিভিন্ন বিভাগ ভেঙ্গে খোলা হয় আরো ৮টি নতুন বিভাগ--বাণিজ্য, ফরাসী ভাষা, জার্মান ভাষা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বাংলা, রাষ্ট্রনীতি ও জীববিজ্ঞান। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী হয়ে যায়। গবেষণার ক্ষেত্রেও অর্জিত হয় উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এই পর্বে মোট ৫৭ জন গবেষক পি, এইচ ডি ও ডি, এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে 'বক্তৃতামালা' শুরু হয় ১৯৩০-৩১ শিক্ষাবর্ষে। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রকাশনা রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'দি আর্লি হিষ্ট্রী অব বেংগল'। নিয়মিতভাবে প্রকাশ শুরু হয় 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি বুলেটিন'-এর। স্থাপিত হয় সলিমুল্লাহ হল, মহিলা হোষ্টেল ও ফজলুল হক হল। বিভিন্ন হল ও বিভাগকে কেন্দ্র করে গঠিত ছাত্র সমিতিসমূহের উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচীতে বিশ্ববিদ্যালয় অংগন মুখরিত হয়ে ওঠে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং ভারতীয় উপমহাদেশের বিভক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কন্ধে অর্পণ করে নবতর দায়িত্ব। ঢাকা নগর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীরূপে নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় প্রদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে একদিকে এদেশের মাষ্টার্স ডিগ্রী ও উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষাদানের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের ওপর বর্তায়। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত ডিগ্রী ও সম্মানের ৫৫টি কলেজে তদারকির ভারও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত হয়। সুখের বিষয়, ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই উভয় দায়িত্বই অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে পালন করেছিল। আর শুধু পুরানোকে ধরে রাখাই নয়, এই পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণও ঘটেছিল উল্লেখযোগ্য মাত্রায়।

এই পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো ৫টি নতুন অনুষদ খোলা হয়। এর মধ্যে ছিল প্রকৌশল অনুষদ (৪৭-৪৮); শিক্ষা অনুষদ (৬০-৬১); চারুকলা অনুষদ (৬৩-৬৪); সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ (৬৯-৭০) ও বাণিজ্য অনুষদ (৭০-৭১)। এ সময়ে ১৬টি নতুন বিভাগও স্থাপিত হয়। এগুলো হলো: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজ কল্যাণ, ভূগোল, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, প্রাণরসায়ন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা, বিদেশী ভাষা, ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ফার্মেসী। প্রসংগত, এর কয়েকটি বিভাগ ছিল একেবারেই নতুন, কয়েকটি পুরানো বিভাগ ভেংগে সৃষ্ট।

ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় ইনস্টিটিউট স্থাপনের পালা। এ ধরনের প্রথম সংস্থা ১৯৬০-এ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট। এরপর প্রতিষ্ঠিত হয় পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট এবং পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট। এই ইনস্টিটিউটসমূহ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে নতুন ধরনের উপাদান এবং অনেকাংশে পরীক্ষামূলক সংস্থা।

এই দশকের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। নির্মিত হয় নতুন কলাভবন, সাইন্স এনেক্স, প্রশাসনিক ভবন এবং ৫টি নতুন আবাসিক হল। তবে এ সকল ইতিবাচক উন্নয়নের পাশাপাশি ১৯৬১ সালে জারিকৃত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স' বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কেননা এই অর্ডিন্যান্সের বলে ১৯২০ সালের অ্যাক্ট বাতিল হয়ে যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার গণতান্ত্রিক রীতি ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব করা হয়।

এই পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি গৌরবময় অবদান--পূর্ব বাংলার স্বাধিকার বা আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে ভূমিকা পালন। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, পূর্ব বাংলার সামাজিক অগ্রগতির ধারায় নেতার স্থানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাপ্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বারংবার শত্রু সেনাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এই যুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪জন শিক্ষক, ১জন অফিসার, ২৬জন কর্মচারী এবং 'কয়েকশ' ছাত্র-ছাত্রী শহীদ হন।

শহীদের রক্তস্নাত স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। ৩৬টি বিভাগ, ৭টি ইনষ্টিটিউট, ১৩টি আবাসিক হল, ১টি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস, ২২টি উপাদানকল্প কলেজ ও ১৮০টি অধিভুক্ত কলেজ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি বৃহৎ পরিবার। কালের অগ্রযাত্রায় নতুন নতুন সাফল্য যোজনা করে এগিয়ে চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।